বিড়াল সমাচার

অনন্ত

ইমেইল : ananta_atheist@yahoo.com

****

(১)

বিলাই : 'কি দিনকাল পড়ছে রে মেকুর? কি যে অবস্থা! মানুষগোলা সব জানোয়ার হয়ে গেছে। এই দেশে আর বাস করা যাবে না। এই দেশে আর শান্তি নাই কোথাও, শান্তি নাই ...।'

মেকুর : 'কেন কর্তা, কি হয়েছে? আপনিতো বেশ আছেন। বদনামিয়ার ঘরে সুখেই আছেন। বিছানার নিচে চোঁখ বুজে শুয়ে থাকেন। খাবার নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হয় না। দুপুর বেলা আপনার জন্যে খাবার রেডি থাকে। খাচ্ছেন দাচ্ছেন, ফুর্তিতে আছেন। আর আমার ....। চোঁখে অন্ধকার দেখছি দাদা। এর মধ্যে বউ বলে দিছে, এই শীতে ওর জন্যে একটা ছলা যোগাড় করে দিতে হবে, চাদর বানিয়ে শুয়ে থাকবে। না দিতে পারলে, ওই লম্পট ফটকামিয়ার বাড়ির মেকুরটার সাথে নাকি পালিয়ে যাবে? আমারে হুমকি দেয়, কত্তোবড়ো সাহস ... শালীর শালী ...।'

বিলাই : 'আহ! গালিগালাজ করো না। নিজের বউরে গালি দিতো পারে না। আর তোর মতো আমারও একই অবস্থা। তুই বললি, আমি নাকি সুখে আছি। না'রে। শরীরটা ভালো নাই, কখন ঠেসে যাই। এর মধ্যে বউ-এর নিত্যনতুন ফরমাস। রোজই একটা না একটা লেগে আছে। তাছাড়া বদনামিয়ার ঘরে আর থাকুম না। সহ্য হয় না আর।'

মেকুর : 'কেন, কর্তা আপনার কি হইছে? গুল্টু কি আবার আপনারে মারছে?'

বিলাই : 'না!, মানে হ্যা। হইসে কি জানিস, ওইদিন বাঁচ্চারা ধরলো, কৈ মাছের কাঁটা খাবে। কি আর করি? গেলাম খুঁজতে। অনেক খোজাঁখুজি করলাম, কিন্তু কোথাও পেলাম না। শেষমেশ, বদনামিয়ার ঘরে গেলাম। দেখতে গেলাম আছে নাকি কৈ মাছের কাঁটা। কিন্তু যেই মাত্র না রান্নাঘরে গেছি, ওইসময় কোত্থেকে এসে বদনামিয়ার পোলা হারামজাদা গুল্টু এক লাথি মারলো পেটের মধ্যে। মনে হইল, দম বন্ধ হয়ে যাবে, শ্বাস ফেলতে পারছিলাম না। অনেক কস্ট করে, চোঁখ বুজে বসে পরলাম। কিছুক্ষন পর কোনোরকমে হেঁটে হেঁটে পালিয়ে এলাম। সারা দিনই ব্যথা করছে। হাঁটতে পারি না, পাও টানাতে পারি না। কি যে অবস্থা! না, আর থাকুম না এই খানে। দুচোঁখ যেদিকে যায়, সেদিকে চলে যাব।'

মেকুর : 'খবরদার কর্তা! এই ভুল কইরেন না। আমার মতো ভুল কইরেন না। বদনামিয়ার ঘরে আছেন, যতোদিন পারেন থাকেন। কস্ট হইব জানি, কিন্তু তাও ভালো। এই বয়সে রাস্তায় নামলে যাবেন কই? খাওয়ান পাইবেন কই? তাছাড়া আপনার ঘরে যুবতী বউ, সাথে ফুটফুটে আন্ডাবাচ্চা আছে। সারা মহল্লায় বদমাস মেকুরগুলাতো ভাদ্রমাসের কুত্তার মতন কিলবিল করতাছে চারদিকে। চান্স পাইলেই আপনার যুবতী বউরে ফুসলাইয়া নিয়া যাইব। আর মহল্লার কুত্তার বাচ্চাগুলাতো রোজই জিহ্বার জল ফেলতাছে আপনার আন্ডাগুলার জন্য। কোনরকমে একবার সুযোগ পাইলেই হইসে, আন্ডাগুলার ঘগায় কামড় বসাইয়া দিব দৌড়। তখন ভাবীর

আর আপনার চাইয়া দেখন ছাড়া আর কিছু করার থাকবো না।’

বিলাই : ‘হু! তুই দেখি ঠিকই কইসসরে মেকুর। এই বয়সে রাস্তায় নামলে, থাকনের যায়গা জোগাড় করা হেভী কষ্টের হইব। তাছাড়া আমার রসে টুইটুম্বুর বউ একবার চইলা গেলে, এই বয়সে আর বিয়া করতে পারুম না। কে দিব এতো সুন্দর বউ। মাত্র কয়দিন হইছে বিয়া করছি। আন্ডাবাচ্চা চইলা গেলে আন্ডাবাচ্চা পাওয়া যাইব, কিন্তু এমন বউ গেলে আর পাওয়া যাইব না। ...... তোর মাথায় দেখিতো হেভী বুদ্ধিরে! তুই জীবনে রাইজ করতে পারবি, দেখিস আমি কইয়া রাখলাম।’

মেকুর লজ্জায় লাল হয়ে বলল : ‘ কি যে বলেন না, কর্তা। মেকুরের আবার বুদ্ধি! তবে যা আছে, সবই আপনাদের দোয়ায়।’

বিলাই : ‘তা মহল্লার খবর কি রে? নতুন মাল আসছে নাকি?’

মেকুর অবাক হয়ে বলে : ‘আপনি দেখেন নাই এখনো, কন কি কর্তা? মহল্লাতে হিড়িক পইড়া গেছে, মেকুরগুলা লাইন লাগাইছে একনজর দেখার জন্য। আহ! একবার দেখলেই জীবন ধন্য হইয়া যাইব।’

বিলাই আরো অবাক হয়ে গেলো : ‘তাই নাকি? আমিতো এসবের কোনো খবর জানি না। বাড়িতে থাকে না ফ্ল্যাটে থাকে? না বস্তিতে উঠছে? তুই দেখছস ওরে? ক’তো দেখি, কি রকম দেখতে?

মেকুর : ‘আমি এখনপর্যন্ত একবারই ওইটারে দেখছি। মনে হয় ঘাঘু মিয়ার বাড়িতে উঠছে। দেইখাই আমার ‘বুকফাইট্টা কইলজা বের হইয়া যাইবো’- অবস্থা। আহ! হেভী .....’ এই বলে জিব দিয়ে নিজের মুখটা চেটে নিল।

বিলাই : ‘একটু ডেসক্রিপশন দে’তো। আমার নতুন বউ থাইকাও সুন্দর নাকি?’

মেকুর : ‘হে!হে!হে!.....মাইন্ড কইরেন না, কর্তা। ভাবীতো ওর লেজের একটা লোমের ও পাত্তা পাইবেন না। কচি কচি চেহারা, কি ধব ধবে সাদা, পুতুপুতু লাগে দেখতে, উঁহু!!... ’

বিলাই : ‘কস কি মেকুর? সত্যি না’কি? তাইলে তো দেখতো হয় একবার।’

মেকুর : ‘হাছা কইতাছি। আমার মরা বাপ-মায়ের কসম। একফোঁটা মিছা কথা না। হইছে কি জানেন ... ওইদিন আমি গেসলাম বন্দে আলী মিয়ার বস্তিতে। অনেকদিন ধইরাতো ওই বস্তিতে গিয়া ডেটিং মারা হয় না। মেকুরনীগুলা মাইন্ড করছিলো, তাই সময়সুযোগ কইরা ওইদিন গেলাম। আইবার সময় হঠাৎ দেখি, ঘাঘুমিয়ার দেয়ালের ওপর একটা ডানাকাটা পরী রোদ শুকাইতেছে। দেখাইতো আমার ভিমরি লাইগা গেলো। আহ! কি লাগতাছিলো তখন, ওরে শ্যাম্পু দিয়া গোসল করাইয়া দিছিলো বোধহয় ঘাঘুমিয়ার মাইয়াটা। লোমগুলা ফোলা ফোলা লাগতাছিল, এমনিতেই ধবধবে সাদা চেহারা, সূর্যের আলো মনে হইতাছিল ঠিকরে বের হইতাছে বিলাইনীর ভিতর থাইকা। আমার কইলজা বের হইয়া যাইব, এমন অবস্থা। আমি চক্ষুছানাবড়া করে ওরে দেখতে লাগলাম। আমারে দেইখা লেজ নাড়িয়ে এমন একটা হাসি দিল, ওহ! মাগো!..মুখদিয়া আপনেতেই বের হইয়া আইলো, ‘আশিক বানায়া... আশিক বানায়া... আশিক ব-া-ন-া-য়-া তু-নে.....’ গান। আমার গান শুইনা আলতো কইরা

লেজ নাইড়া দিল। আমার তখন ডগমগ অবস্থা.....।'

বিলাই : 'তারপর! তারপর কি হইলো। তোর কথা শুইনাতো আমার হার্টবিট এখনই বেড়ে গেছে।'

মেকুর : 'তারপর আর কি হইছে আর জিগাইয়েন না। আগে বুলুকুত্তা ছিলো, ভালোই ছিলাম। বুলুকুত্তা আমারে সম্মান করতো, আমারে দেখলে কিছু কইতো না। চুপ থাকতো। কিন্তু আর কোনো মেকুর সাহস কইরা রাস্তায় আইতো না। বুলু ওই মেকুরদের দেখলেই হইছে, দৌঁড়াইয়া নিয়া কি যে করতো? মেকুরগুলা আগে রাস্তা দিয়া হাঁটতে হইলে হিসাব কইরা হাঁটতো। মাথা নিচু কইরা হাঁটতো। অথবা রাস্তা দিয়া যাইতে হলে আগে দেয়ালের উপর থাইকা দেইখা নিত বুলু আছে নাকি আশেপাশে। এখন বুলুকুত্তা চইলা গেছে, আর হেই সুযোগে মেকুরগুলা এমন ভাব ধইরা বুক ফুলাইয়া মহল্লার রাস্তায় চলাফেরা করে মনে হয়, মহল্লা তা'গো বাপদাদার সম্পত্তি .....।'

বিলাই : 'হুঁ! ঠিকই কইছস। ওইদিন আমার বউ আমারে বিচার দিসে, মহল্লার মেকুরগুলা নাকি তার সাথেও ইয়ার্কি মারছে। কত্তোবড়ো সাহস হইছে মেকুরের বাচ্চাগুলার। আমি একদিন হাতেনাতে পাইয়া নেই, দেইখা নিব ওইগুলারে কত ধানে, কত চাল। ....তা তারপর কি হইছে ক'তো?

মেকুর : 'তারপর....। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমাগো নতুন ঐশ্বরিয়া রাই-কে দেখতে লাগলাম দুইচোখ ভইরা। কিন্তু হঠাৎ দেখি, কোত্থেকে হালার মেকুরগুলা আইসা টিটকারী মারা শুরু করলো, চোখ মারা শুরু করলো, লেজ দিয়া ইশারা করতে লাগলো অশ্লীলভাবে। আমারতো মেজাজ বিগড়াইয়া গেল। কিন্তু কি করি, ওরা তিনচারটা ছিল আর একা ছিলাম আমি ওইসময়। তাই কিছু কই নাই। আর বিলাইনীকে দেখলাম বেশ বিরক্ত হইয়া চইলা গেল, গিয়া ঢুকলো ঘাঘু মিয়ার ঘরে।'

বিলাই : 'ও, আচ্ছা! আচ্ছা.... চলতো দেখি গিয়া এখন দেখা পাওয়া যায় কি না? তোর মুখের কথা শুইনাতো আমার পেটের ক্ষিদা, ঘুম সব হারাম হইয়া গেছে। চল যাই....।'

মেকুর : 'চলেন। আমার খুব ইচ্ছা করতাছে এক নজর দেখার জন্য। ওরে দেখার পর থেকে আমি দুচোখের পাতা এক করতে পারি নাই, চোখের পাতা বন্ধ করলেই শুধু ওর ছবি ভাসে। আহ! কি অপূর্ব সেই চেহারা, কি অপূর্ব!'

বিলাই : 'শোন, তোর কথা শুইনা আমি দিওয়ানা হইয়া গেছি। তোরে একটা কথা কই ....ওইটারে যদি আমার লগে ফিট কইরা দিতে পারস, তাইলে আমি তোরে একটা প্রাইজ দিমু। খুব দামী প্রাইজ।'

মেকুর : 'কন কি কর্তা? তাইলে ভাবীর কি হইব? এতো সুইট ভাবীরে কি করবেন?'

বিলাই : 'গুল্লি মার তোর ভাবীরে। আর ভাল লাগতাছে ওরে। রোজ একটা না একটা ফরমাস আছেই। ছোট মাছের কাটা খাইবো না, গলায় আটকে যায়। বড়ো মাছের কাটা যোগাড় কইরা দেয়ান লাগব। আবার ইন্দুর খাইবেন না, ইন্দুর খাইলে নাকি উনার মুখে গন্ধ লাইগা যায়, যত্তোসব! তাছাড়া চিকা দেখলেতো দৌঁড় দিয়া বাচ্চাগো পিঁছে গিয়া লুকায়। এতো আহ্লাদী কার ভালো লাগে কতো। একদিন, দুইদিন সহ্য করা যায়,

কিন্তু রোজ? ভাল লাগে না।....তারথেকে দেখি এখন মনের মতো পাইলে এই বউরে ছাইরা দিমু।

মেকুর : 'তা কর্তা, আমারে কি দিবেন এইবার? আগেরবার বন্দে আলীমিয়ার বস্তি থাইকা একটা যোগাড় কইরা দিসলাম ডেটিং এর জন্য, সেই সময়ও কইছিলেন দিবেন কিন্তু পরে আর দেন নাই ....মনে আছে তো?'

বিলাই : 'আরে মেকুর, আমার সব মনে আছে। এইবার আর কোনো মিস হইবো না। সত্যি সত্যি দিমু। ....তা কি চাস, বলতো আমারে?

মেকুর : 'তা আমি আর কি কইমু কন কর্তা, আমি হচ্ছি মেকুরের জাত; আমার কি আর স্বাদ আহ্লাদ করলে চলে? আপনার যা ইচ্ছে হয় দিয়া দিয়েন।'

বিলাই : 'সাবাস বেটা মেকুর! এই জন্যই তোরে আমার ভালো লাগে। ....তা শোন, আমার শালীরে দেখছসতো তুই, দিন দিন কি ডাগরডুগর হইতাছে, আমি চিন্তা করছি তোরে এর লগে ফিট কইরা দিমু।'

মেকুর : 'কি যে কন না কর্তা, শরম লাগে। ....আর আপনারা হইতাছেন বিলাই জাত, আর আমরা মেকুর জাত। আপনারা থাকেন বাড়ি ঘরে, আর আমরা থাকি বস্তিতে নয়তো রাস্তায়। আপনাদের লগে কি আমাদের সম্পর্ক করা, মানাইবো?'

বিলাই : 'আরে দূর বোকা! সম্পর্ক করবার কথা কেডা কইতাছে? তোরে আমি সুযোগটুযোগ কিছু কইরা দিমু, তুই হেই চান্সে আমার শালীর লগে ডেটিং বেটিং মাইরা পেট বান্দাইয়া চইলা আইবি। তোরে আর কেডা পাইবো? এটাই হইছে লাইফ, একটু ভালোভাবে ইনজয় করতে শিখ। আর কতোদিন বস্তিতে গিয়া ডেটিং মারবি, বস্তিতে পড়ে থাকবি। রাস্তা থাইকা বাসা-বাড়িতে উইঠা আয়, দেখবি মেকুর থাইকা বিলাই হইয়া যাবি। আর যদি ফ্ল্যাট বাড়িতে যাইতে পারস তাইলে তো আর কথা নাই, হইয়া যাবি বিড়াল; দেখছস না, নাড়ুগোপালের বাড়ির বিলাইটা কি রকম চান্স নিয়া পটের বিবির ফ্ল্যাটে গিয়া বিড়াল হইয়া গেছে। এখনতো ওরে সালাম দিয়া বিড়াল না কইয়া বিলাই কইলে কি রাগ দেখায়; শালা, ছোটলোকের জাত, ইতর কোথাকার। ওর বাপদাদার লগে আমি চলছি, আর আমারে কয় সালাম দিতে। কত্তোবড়ো সাহস। ....তা শোন, তুই ও পারবি এ রকম কিছু একটা করতে। জাস্ট একটু কেয়ারফুল হ আর বি প্র্যাকটিকেল ....দেখবি তোর জীবনের মোড় একদম ঘুইরা যাইবো।'

মেকুর : 'দেখি কর্তা! যা থাকে কপালে। শুধু আমার জন্য একটু দোয়া কইরেন।'

বিলাই : 'হুঁ! ....তা চল আর লেট করা উচিৎ হইবো না। দেইখা আসি ঘাঘুমিয়ার বাড়ির বিলাইনীরে।'

মেকুর : 'চলেন।'

একটু কিছু দূর যেতেই মেকুর দেখতে পেল পটের বিবির পোষা বিড়ালটারে। বেশ ভাড়িক্কি চালে হেঁটে আসছে ওদের দিকে। নাদুসনুদুস গোলগাল ফর্সা চেহারা। হাঁটার মধ্যে বেশ একটা গাম্ভীর্য আছে, স্টাইলও আছে। ধীরে সুস্থে হেলেদুলে কোমড় নাঁচিয়ে হাঁটে বিড়ালটা। বিড়ালটার আগমন দেইখা তক্ষনাৎ মেকুর কইল : 'কর্তা আমি পালাই। পরে আপনার সাথে দেখা করুম।' আর দাড়াইল না। এক ফাল দিয়া দেয়াল

টপকে চলে গেল। বিলাইটা কিছু বোঝে উঠার সুযোগ পেলো না। শুধু বললো : ‘এই দাঁড়া! দাঁড়া! কই যাস? আমারে নিয়া যা।’ কিন্তু ততক্ষনে মেকুর হাওয়া।

বিড়াল : ‘কি রে বিলাই? কই যাস?’

বিলাই : ‘ওহ! সালাম কর্তা। ভালো আছেন তো?’

বিড়াল : ‘শালা! মেকুরের বাঁচ্চা বিলাই। তোরে কতোদিন কইছি না আমারে কর্তা কইয়া ডাকবি না। স্যার ডাকবি, স্যার। কথা কানে দিয়া ঢুকে না।’

বিলাই : ‘ওহ! ভুল হইয়া গেছে স্যার। সরি স্যার, সরি...। মাইন্ড কইরেন না, আর কখনো ভুল হইবো না।’

বিড়াল : ‘শালা! মেকুরের বাচ্চা বিলাই। আমি কি তোর মতো টিনশেডের ঘরে থাকি নাকি? আমি থাকি বিল্ডিং-এ। পটের বিবির আট তলা বিল্ডিং এর পাঁচ তলায় এসি লাগানো রুমে। আমার একটা মান ইজ্জত আছে না ....তোর মতো আমিতো ফকিরের জাত না।’

বিলাই : ‘জ্বি স্যার। জ্বি স্যার। আমার ভুল হইয়া গেছে। আর হইবো না।’

বিড়াল : ‘তা তুই মেকুররে সাথে নিয়া কই যাইতে ছিলি? তুই শালা আসলেই ফকিরের জাত... মেকুরের সাথে তোর এতো ইটিশপিটিশ কিসের?’

বিলাই জিব চুকচুক করে বললো : ‘স্যার আসলে ইটিশপিটিশ না ...আমারে একটা খবর দিছিল; সেটার সত্যতা জানতে যাইতেছি’

বিড়াল : ‘ওই শালা ফকিরের জাত মেকুর, তোরে আবার কি খবর দিছে?’

বিলাই : ‘জ্বি স্যার ...আপনি শুনছেন বোধহয় ...মহল্লায় নতুন মাল আইসে ..., তার লাইগা মহল্লায় হিড়িক পইড়া গেছে ...তো আমি একটু দেখতে যাইতেছি আসলেই সত্যি কি না?’

বিড়াল : ‘কি কইলি নতুন মাল আইছে ...? বাড়িতে না ফ্ল্যাটে উঠছে?

বিলাই : ‘ জ্বি স্যার ... বাড়িতে উঠছে। ওই ঘাঘু মিয়ার বাড়িতে আইসে। মেকুর কইছে ...এইটারে দেইখা নাকি মহল্লার তামাম মেকুরগুলার জ্বিব দিয়া জল পড়া শুরু করছে ...... হাউ ওয়ান্ডর্ফুল চেহারা ......’

বিড়াল : ‘কি কইলিরে হারামজাদা ...। এত্তো বড়োসাহস তোর ... তুই ওরে মাল কইছস ... তোর সাহসতো কম না ... ম্যাডাম কইয়া ডাক হারামজাদা মেকুর। আমি তোর জ্বিব দিয়া জল পড়া বের করতাছি দাড়া ...। আজকে তোর একদিন কি আমার একদিন ...।’

এই বলে বিড়াল হুম করে এক পা এগোতেই, ‘ও! বাবাগো! ও! মাগো!’- বলে বিলাই এক দৌড় দিল। তারপর একলাফ দিয়ে দেয়াল টপকে চলে গেলো। কিছুদূর গিয়ে পিছন ফেরে তাকালো বিড়াল আসছে কি না দেখতে। কিন্তু আসছে না দেখে

বিলাই আবার লুকিয়ে লুকিয়ে আসতে লাগলো বিড়াল কি করে দেখার জন্যে। একটু এগোতেই দেখতে পেল বিড়াল খুব হেলেদুলে হেঁটে হেঁটে দাড়াল ঘাঘুমিয়ার দেয়ালের উপর। তারপর একটা শিষ দিল আস্তে করে। তক্ষনই দেয়াল আলো করে আবির্ভাব ঘটল ম্যাডামের। বিলাই এর চোঁখ ছানাবড়া হয়ে গেলো, সে যা শুনেছে, তাতো কিছুই না।

বিলাই এর মুখ দিয়া এমনিতেই বের হয়ে এল : 'ওহ! মাই গড ...।'

একটু খানি ইটিশপিটিশ এর পর বিড়াল ম্যাডামকে সাথে নিয়ে রওয়ানা দিল অন্যদিকে। বিলাই এর চোঁখ লাল হয়ে গেলো। আপনিতেই দ্বীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল। এই সময় কোথা থেকে মেকুর চলে এল বিলাই এর পাশে। বিলাই-এর দিকে তাকিয়ে মেকুর গান ধরলো : 'বন্ধু যখন বউ নিয়া ... আমার বাড়ির সামনে দিয়া ...রঙ্গ কইরা হাইটা যায় ...ফাইট্টা যায়, বুকটা ফাইট্টা যায় ......।'

****